সংবাদ

তারিখ ... 10 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৬...

প্রতিবন্ধীদের নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আদায়

জেলা বার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে কুপন বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা আদায় করা হচ্ছে। রাজশাহী জেলার একটি বেসরকারি সংস্থার নামে ২ টাকা মূল্যের কুপন ছাপিয়ে লাখ লাখ টাকা আদায়ের এ অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষা কর্মকর্তারা এই অর্থ আদায়ে শিক্ষকদের ওপর নানা ধরনের চাপও প্রয়োগ করছেন। প্রতিবন্ধীদের নাম ভাঙিয়ে শিক্ষকদের মাধ্যমে আদায়কৃত এ বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে।

শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সূত্র থেকে জানা গেছে, রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'তৃণমূল অঙ্গীকার প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা'র নামে স্ট্যাম্প সাইজের ২ টাকা মূল্যের প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কুপন ছাপানো হয়েছে। এই ছাপানো কুপন উর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে (রাজশাহী বিভাগীয়, জেলা প্রাথমিক শিক্ষাকর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষাকর্মকর্তার কার্যালয়) সিরাজগঞ্জ জেলার সব উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তারা প্রতিটি বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের রেজিস্টার্ড খাতায় নামের তালিকানুযায়ী সংখ্যা হিসাব করে সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দুই টাকা মূল্যের কুপনগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এক সপ্তাহ পর সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তারা সমপরিমাণ টাকা আদায় করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে জমা করছে না। সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, আদায়কৃত অর্থ থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শতকরা ১০ ভাগ কমিশন গ্রহণ করছেন। বিষয়টি নিয়ে বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি গোপনচুক্তি রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কুপন পাঠানো হয়েছে। অনেকেই ইতোমধ্যেই টাকা জমাও দিয়েছেন।

> রাজশাহী বিভাগের ৮ জেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কুপন বিক্রির লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছে বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিযোগ করে বলেন, কুপনগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রয় করে সেই অর্থ আদায় করার দায়িত্ব ভাগাভাগি করে দেয়া হয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে কুপনগুলো সরবরাহ করার পর প্রাথমিক তদারক করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা এসব কুপন সহকারী শিক্ষকদের দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিক্রির ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থী টাকা দিয়ে কুপন না কেনায় বিপাকে পড়েছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে না পেরে অধিকাংশ শিক্ষকই পকেটের টাকা দিয়ে তা শোধ করে দিচ্ছেন।

রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া এলাকার অভিভাবক হাসমত আলী জানান, সরকারি প্রতিষ্ঠানে একটি বেসরকারি সংস্থার ছাপানো কুপন বাবদ অর্থ আদায় সংক্রান্ত অনুমতি লিখিত আকারে দেয়া হয় কীভাবে? কোমলমতি শিশুদের মাঝে এই কুপন বিক্রি করার বিষয়টি এক ধরনের প্রতারণার শামিল। এভাবে চক্রটি লাখ লাখ টাকা অবৈধভাবে হাতিয়ে নিচ্ছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের খতিয়ে দেখা উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মমতাজুল হক বলেন, গত বছরও দুই টাকা মূল্যের 'জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সংস্থার' কুপন দেয়া হয়েছিল। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মাসিক সভায় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কুপন বিক্রি করে টাকা জমা দেয়ার নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী শিক্ষকরা টাকা তোলার চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যে অনেক বিদ্যালয় টাকা জমা দিয়েছে। রায়গঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আপেল মাহমুদ জানান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার লিখিত নির্দেশের কারণে এ কুপন বিক্রি করে টাকা তোলার জন্য সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বদরুজ্জামান বলেন, রাজশাহী বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের উপ-পরিচালকের সুপারিশ করা পাঠানো পত্রের নির্দেশেই প্রতিবন্ধীদের ভবিষ্যৎ সহায়তার কথা চিন্তা করে সাহায্য আদায় করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সার্বিক বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর রাজশাহী বিভাগীয় অফিসের উপ-পরিচালক সৈয়দ নাজিম উদ্দীন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, সংশ্লিষ্ট এলাকায় শিক্ষকদের টাকা আদায়ে বিভিন্ন সংস্থা বাধা দেয়ায় এই অর্থ আদায় বন্ধ করা হয়েছে। কেন অনুমতি প্রদান করা হলো? এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন এবং রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর আসনের সংসদ সদস্য এনামুল হকের সুপারিশ থাকায় মানবিক দৃষ্টিতে অর্থ আদায় করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।